তারিখ ...24 JUL 2016...
পৃষ্ঠা ...৭..৬... কলাম ...২...

যুগান্তর

গৌরীপুরে হাঁটুপানি ভেঙে ওদের বিদ্যার্জন

গৌরীপুর (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি

জলাবদ্ধতার কারণে ময়মনসিংহের গৌরীপুর উপজেলার অচিন্তপুর ইউনিয়নের শাহগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিদ্যার্জনের জন্য প্রতিদিন হাঁটুপানি বেয়ে বিদ্যালয়ে যেতে হয়। ময়লা-আবর্জনা, পচা ও নোংরা পানির কারণে শিশুরা চর্মরোগে আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। বিদ্যালয়ের চারপাশে বসতবাড়ি, পুকুর ও রাস্তা তৈরির ফলে ৯ বছর ধরে শিক্ষার্থীদের প্রতিদিন হাঁটুপানি ভেঙে বিদ্যালয়ে যাওয়া-আসা করতে হয়। ফলে শিক্ষার্থীরা চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে। সরেজমিন গিয়ে দেখা যায়, ১৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত শাহগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিশু শ্রেণীতে ৩৯ জন, প্রথম শ্রেণীতে ১৩২ জন, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ১০২ জন, তৃতীয় শ্রেণীতে ১৪৭ জন, চতুর্থ শ্রেণীতে ৯১ জন ও ৫ম শ্রেণীতে ৮০ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে। বিদ্যালয়ে ভবন নির্মাণ করা হলেও এর চারপাশে পুকুর, রাস্তা ও বাড়ি-ঘর থাকায় নির্মিত ভবনের মাঠটি পুকুরে পরিণত হয়েছে। পানি নিষ্কাশনের কোনো ড্রেন বা সুড়ঙ্গ না থাকায় মাঠে সব সময় হাঁটুপানি জমে থাকে। পানিতে ময়লা-আবর্জনা পচে চারপাশে ছড়াচ্ছে দুর্গন্ধ। পচা পানি বেয়ে স্কুলে আসা-যাওয়ার কারণে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন চর্মরোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। নষ্ট হচ্ছে বইসহ শিক্ষা উপকরণ। স্কুল ভবনের পাশেই রয়েছে ১০-১২ ফুট গভীর একটি গর্ত, যা শিক্ষার্থীদের জন্য মৃত্যুকূপ। যে কোনো মুহূর্তে শিক্ষার্থীর জীবনহানির আশংকা রয়েছে বলে বিদ্যালয়ের অভিভাবক আবুল হাসেম জানান। তিনি বলেন, দ্রুত গর্ত ভরাট ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণের জন্য মাঠে মাটি ভরাট প্রয়োজন।

নয় বছর ধরে এ অবস্থা থাকায় চর্মরোগে আক্রান্ত হচ্ছে শিশুরা

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. হাবিবুল্লাহ জানান, বিদ্যালয়ে আসার পর শিক্ষার্থীদের পানিতে নামতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে স্কুল খোলার আগে শিক্ষার্থীরা হাঁটুপানি বেয়ে স্কুলে আসে। শিক্ষার্থী আবদুল করিম, সনি, তোহা জানান, পড়ার জন্য কষ্ট করে পানি বেয়ে আসি। পানিতে ওঠার পর প্রচণ্ড চুলকানির কথাও বলে তারা। এছাড়া মাহমুদা নামে এক শিক্ষার্থীর পায়ে ফুসকা পড়েছে।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. হাবিবুল্লাহ জানান, জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য স্কুল মাঠে মাটি ভরাটে প্রায় দুই লাখ টাকা প্রয়োজন। অচিন্তপুর ইউপি চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম অন্তর বলেন, বিদ্যালয়ের জলাবদ্ধতার বিষয়ে খোঁজ নিয়ে মাটি ভরাটের বিষয়ে সহযোগিতা করা হবে। উপজেলা ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা কর্মকর্তা জহির উদ্দিন বলেন, অচিরেই জলাবদ্ধতা নিরসনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।